কালীগঞ্জে ঐতিহ্যবাহি গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম সলুয়া পশ্চিমপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহি গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহি এ প্রতিযোগীতা দেখতে হাজির হয়েছিল কয়েক হাজার দর্শক।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হলেও মূল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪টায়। সকাল থেকে খেলা দেখতে আশে পাশের গ্রামসহ দূরদুরান্ত থেকে নারী-পুরুষ ও শিশুরা আসতে থাকে। দুপুর গড়াতেই বিলুপ্ত প্রায় এ দৌঁড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। আর রোমাঞ্চকর এই প্রতিযোগিতা ঘিরে আনন্দ মেলা ছিল বাড়তি আকর্ষণ।

জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলা কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের সলুয়া গ্রামের কয়েক তরুণের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এ গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা।

ঝিনাইদহ, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা জেলা থেকে ১৮ ব্যক্তি তার গরু ও গরুর গাড়ি নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন যশোর সদর উপজেলার দোহারপাড়া গ্রামের ইউছুপ আলী। দ্বিতীয় ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার রজন মিয়া এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন কালীগঞ্জ মহিষাহাটি গ্রামের সেলিম উদ্দীন।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শিবলী নোমানী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) মতলেবুর রহমান এবং কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান রাশেদুল ইসলাম রাশেদ। খেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বারোবাজার পুলিশ ফাড়ির ইনচার্জ মকলেছুজ্জামান।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি লুৎফর রহমান।

গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজক কমিটির সদস্য ইউপি মেম্বার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

দ্রব্যের মূল্যে চাল-ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের নিকট জোর দাবী জানন।

সরকারের নানামুখী তৎপরতার পরও ভোজ্য তেল, চাল, ডালসহ বিভিন্ন নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনাতে পারছেন না, আমাদের সরকারের আমলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ছিল।

গাংনীতে অন্ত:সত্ত্বা মায়ের জীবন বিপন্ন, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়ার হাফিজুর রহমানের স্ত্রী এরিনা খাতুন (২৮) ও ছেলে রুমন (১১) কে তুচ্ছ ঘটনা কে কেন্দ্র করে ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে সজীব। সস্তান সম্ভাবনা মা এরিনা খাতুন এর বর্তমান জীবন বিপন্ন হওয়ার পথে।

মায়ের মাথায় ৪টি সেলাই হয়। গতকাল বৃহস্পতিবার একই গ্রামে এনামুল হক এর ছেলে সজীবসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়।

এরিনা খাতুনের স্বামী হাফিজুর রহমান জানায়, ০৫/০১/২১তারিখে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। রোগি এরিনা খাতনের রেজি: নং-৯১/১২, রুমনের রেজি: নং-৯২/১৩। চলতি মাসের ২৬/০১/২১তারিখে সস্তান ডেলিভারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আলট্রসোনোকারী চিকিৎসক ডা: পারভিয়া হোসেন(রাজ) জানান।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ব্যক্তি জানান, এই পরিবারটি বিভিন্ন ধরনের অপকমের্র সাথে জড়িত পড়ছে। একে পর এক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে তাই প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে সমাজে বিভিন্ন ধরনের অঘটন ঘটাতে থাকবে।

গাংনী থানায় তদন্ত ওসি সাজেদুর রহমান জানান, পুলিশ তার দায়িত্ব

পালন করবে সে যে ব্যক্তি হোক না কেনো।

খোলা বাজারে বিক্রি চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ লবন

এম এফ রুপক, এস এ সাদিক খান
শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা সোডিয়াম সালফেটকে ভোজ্যলবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) হিসেবে বিক্রি করা হচ্ছে মেহেরপুরে। এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এই লবন খোলা বাজারে বিক্রি করে হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা।

মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এ লবণ সাধারণ খাবার লবণের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাকেটজাত করে মানুষের ঘরে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। আবার কোন কোন সময় বস্তা ভর্তি করে ফেরি করে বিক্রি করা হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে। এ শিল্পলবণ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা গ্লোবাল সল্ট) ভোক্তাদের পেটে যাওয়ায় কিডনি ও লিভারের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। অধিক মুনাফা করতে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এ লবণ আমদানি করছেন সিলেট, খুলনাসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে।

মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন আব্দুল ওহাবের চামড়া প্রক্রিয়া করার ঘরে থেকে বিক্রি করা হচ্ছে এই আয়োডিন বিহীন লবন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় একই লবন ব্যবহার করা হচ্ছে চামড়ায়। বস্তা প্রতি ৫শ থেকে ৬শ টাকা মিলছে এই লবন। কিনছে বিভিন্ন হকার। সস্তায় বিক্রি করছে মেহেরপুর শহর ছাপিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে। কম দামে লবন পেয়ে অনেকটা অজ্ঞতা থেকে গ্রামের নিন্ম আয়ের মানুষরা কিনছেন এই লবন। নিজেও খাচ্ছেন আবার কোন কোন সময় গবাদি পশুকেও খাওয়াচ্ছেন।

১৯৮৯ সালে আয়োডিন স্বল্পতার রোগ নিবারণ আইন পাস করার এবং ১৯৯৩ সালে এক সমীক্ষায় বাংলাদেশে ৪৭ দশমিক এক শতাংশ মানুষের গলগন্ড রোগ থাকার কথা ধরা পড়ার পর ১৯৯৪ সালে আয়োডিনহীন লবন বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সরকার। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য

করে প্রকাশ্যেই বিক্রি করা হচ্ছে এই লবন। অথচ এই লবন ব্যবহার করার নিয়ম বিভিন্ন শিল্প কারখানায়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার (আরএমও) ডা. মকলেছুর রহমান জানান, আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগ হয়, যাতে থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে গলা ফুলে যায়।এতে বিকলাঙ্গতাও দেখা দিতে পারে। আয়োডিনের অভাবে গর্ভবতীদের গর্ভস্রাবেরও ঝুকি থাকে।

আব্দুল ওহাব এর চামড়ার ঘরে কর্মরত সুধির দাস নামের এক শ্রমিক জানান, এই লবন প্রতিদিনই বিক্রি করি। ৫০ কেজির দাম ৪৮০ টাকা ও ৬০ কেজির দাম ৫৮০ টাকা। কি কাজে ব্যবহৃত হয় জানতে চাইলে আরেক কর্মচারি বাবু জানান, বিভিন্ন ভ্যান চালকরা কিনে নিয়ে যায়। এটা মানুষ খায়, আবার আপনি চাইলে গরুকেও খাওয়াতে পারবেন। লবনে আয়োডিন আছে কিনা জানতে চাইলে দুজনেই বলেন, আমরা জানিনা।

এ ব্যাপারে আব্দুল ওহাব জানান, ৫০ কেজির বস্তা ৪৮০ টাকা ও ৬০ কেজির বস্তা ৫৮০ টাকায় বিক্রি করছি। বিক্রি করার কোন অনুমোদন আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, এইভাবে আয়োডিন বিহীন লবন মানুষ বা গবাদি পশুকে খাওয়ানোর জন্য বিক্রি করা অপরাধ। এটা মানুষের শরীরে জন্য ক্ষতিকর। আমরা বিষয়টি অবশ্যই খোঁজ নিয়ে দেখবো। সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেবো।

র্যাব সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মুজিব শতবর্ষে র্যাব সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে দুস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের বিসিক শিল্প নগরী এলাকায় র্যাব ক্যাম্পের পাশে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ২ শতাধিক মানুষের হাতে কম্বল তুলে দেন ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামাল উদ্দিন।

এসময় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানসহ র্যাব সদস্য ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। কম্বল পেয়ে খুশি অসহায় হতদরিদ্র মানুষগুলো।

বিভাগীয় পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা’র ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন

খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা বৃহস্পতিবার ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম, সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. হারুন অর রশিদ, ডা. জাকির হোসেন, ডা. আলী হাসান ফরিদ, ডা. নওরিন সুলতানাসহ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য ২০০৬ সালে বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি শিশু হাসপাতাল ঝিনাইদহে স্থাপিত হয়। হাটিহাটি পা পা করে দীর্ঘ ১৪ বছর পর হাসপাতালটি প্রাণ ফিরে পেয়েছে।

আগামী ১০ জানুয়ারি শিশু হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হবে।

স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. রাশেদা সুলতানা, জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ ও সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ঝিনাইদহ বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে।

ঝিনাইদহে বিএনপির মানববন্ধনে পুলিশের বাঁধা

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতির প্রতিবাদ ও বাণিজ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় কর্মসূচী পুলিশের বাঁধায় পালন করতে পারেনি বিএনপি।

কর্মসূচী পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের এইচএসএস সড়কে দলটির জেলা কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করে।

সকাল ১১ টার দিকে মানবন্ধনের প্রস্তুতি নিলে পুলিশ তাদের সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

বেশিরভাগ নেতাকর্মী চলে গেছে কিছু সংখ্যক নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে দাড়াতে গেলে পুলিশ ব্যানার কেড়ে নেয়। পুলিশের বাঁধায় মানবন্ধন বা সমাবেশ করতে না পাড়ায় ফিরে যায় নেতাকর্মীরা।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. এম মজিদ বলেন, কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আমাদের শান্তিপুর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচী ছিল। মানববন্ধনে দাড়ানোর আগেই পুলিশ নেতাকর্মীদের চলে যেতে বলে। আমরা কয়েকজন নেতাকর্মী ব্যানার নিয়ে দাড়ানো চেষ্টা করলে তারা ব্যানারও কেড়ে নেই। গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপুর্ণ একটি কর্মসূচীও পুলিশ করতে দিল না।

র্যাব সেবা সপ্তাহ: কুষ্টিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ করছে র্যাব-১২।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় দেড় শতাধীক শীতার্তদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুৃষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে এসব শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দেন র্যাব-১২ কুষ্টিয়া সিপিসি-১, ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার এ এস পি মিরাজ।

এসময় র্যাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কম্বল বিতরণ শেষে র্যাব-১২ ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার এ এস পি মিরাজ জানান, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় দেড় শতাধীক মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ কর্মসূচির আওতায় আজ শেষ দিনে শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাাশি ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুমারখালিতে গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ কাজের উদ্বোধন

“মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার” কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নে এ কাজের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন।

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মান কাজের উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের ঘর দেয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কাজ চলছে।

উপজেলার আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের জন্য দূর্যোগ সহনীয় বাসযোগ্য গৃহ নির্মান প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬ টি ইউনিয়নে ৫৭টি বাসগৃহের মধ্যে কয়া ইউনিয়নের কয়া আবাসনে ৫ টি

গৃহনির্মান কাজের উদ্বোধন করা হলো। ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা প্রতিটা ঘরের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৯৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা।

কুমারখালি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত কুষ্টিয়ায় গাছিরা

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলায় খেজুর রস সংগ্রহ ও রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরীতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। শীতের শুরু থেকেই বাড়ছে রসের চাহিদা। পাশাপাশি রস জ্বালিয়ে তৈরী করা গুড়ের চাহিদাও অনেক।

শীত মৌসুমে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় হরেক রকমের পিঠা ও পায়েস।পাশাপাশি ভেজুরের গুড় দিয়ে তৈরী হয় নানান পিঠাপুলি।তাই বাণিজ্যিকভাবেও খেজুরের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরীতে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে গাছিদের।

জেলার বাইরের গাছিরাও এসে কুষ্টিয়ায় রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছে। সুস্বাদু এই খেজুরের রস আগুনে জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড়। ফলে এসব গাছিদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। খেজুর ও রস বিক্রি করেও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এখানকার গাছিরা।

আবহমান গ্রাম বাংলায় শীতের সকালে সূর্য মিটমিট করে আলো ছড়ানোর আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরীর দৃশ্য দেখতে। খেজুরের রস আহরণ শেষে হাঁড়িতে সংগৃহীত রস নিয়ে বড় চুলার কাছে ছুটে আসেন গাছীরা।এরপর টিনের বড় পাত্রে রস ঢেলে জ্বাল দিয়ে শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। আস্তে আস্তে এসব রস শুকিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘন্টার ব্যাবধানে জ্বালানোর ফলে তৈরী হয় লাল গুড়।

গাছিরা জানায়, প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই খেজুর গাছের সাদা অংশ পরিষ্কার করে ছোট-বড় মাটির কলস বেঁধে রাখা হয় রসের জন্য। এরপর ভোর থেকেই ওইসব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। সকালের দিকে কেউবা রত কিনে নিয়ে যায়। আবার এই রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন তারা।

তবে ভেজালের ভীড়ে আসল খেজুরের গুড় পাওয়ায় যেন দায় হয়ে পড়েছে। এতোকিছুর ভীড়ের খাঁটি গুড়ের সন্ধ্যান মেলে কেবল সেসব গাছীদের কাছ থেকে খেজুর গুড় সংগ্রহ করার ফলে।

জানা গেছে- কুষ্টিয়ার সদর, দৌলতপুর এবং মিরপুর উপজেলার গ্রামগুলোতে খেজুর গাছের সংখ্য বেশি। এসব খেজুর গাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরি করে লাভবান হচ্ছেন গাছিরা। আবার বাড়তি লাভের আশায় এসব এলাকায় আসছেন অন্য জেলার গাছিরাও। খেজুর গুড় তৈরির পেশায় এখন বাড়তি আয়ে খুশি তারা।

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের ধারে প্রায় দুইশ খেজুর গাছ লিজ নিয়েছেন। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকায় শীতের ৪ মাসের জন্য খেজুর গাছগুলো লিজ নেওয়া হয়েছে। এসব গাছ থেকে ৪ জন মিলে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন। এছাড়াও খেজুরের রসও বিক্রি করা হয়।তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় বিশ বছর ধরে এভাবে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করি। এরপর এসব রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করি।’

রাজশাহীর বাঘা থেকে থেকে আসা দুলাল জানান, এবছর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকায় আড়াইশ গাছ লিজ নিয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরী করে থাকে। তবে তার উৎপাদিত এই গুড় বিক্রিতে কোন ঝামেলা নেই।সকালের দিকে ক্রেতারা এসে নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।তবে তিনি অভিযৈাগ করে বলেন, এলাকার কিছু খারাপ মানুষ থাকে তারা রাতের আধারে রস খেয়ে আবার হাড়ি ভেঙ্গে ফেলে রাখে। এতে করে আমাদের বছরে এক থেকে দেড়শ হাড়ি আবার নতুন করে কিনতে হয়।

নাটোরর সিংড়া থেকে আসা আলাউদ্দিন নামে আরেক গাছি জানান, শীত মৌসুমের শুরু থেকেই খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয়। শীতের প্রায় চার মাস রস সংগ্রহ করা যায়। এই রস থেকে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আমরা সংসার চালাই। তিনি আরও বলেন, ‘শীতের পিঠা ও পায়েসের জন্য খেজুরের রস ও গুড়ের বাড়তি চাহিদা রয়েছে।

স্থানীয় খেজুর রস ক্রেতা শিমুল জানান, ‘শীতের সকালে গাছ থেকে নামানো কাঁচা রসের স্বাদ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও জ্বাল দেওয়া রসের তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার অতুলনীয়।’ এখান থেকে রস কিনে বোতলে করে বাড়ীর জন্য নিয়ে যাচ্ছি বলেও জানান তিনি।

শারমিন আক্তার শিলা নামে এক গুড় ক্রেতা জানান, খাটি গুড় পাওয়ার আশায় এখানে আসলাম।রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরী করে কিনে নিলাম। আসলে বর্তমানে ভেজালের কারনে খাঁটি জিনিসের প্রাপ্যতা একটু মুশকিল হয়ে গেছে। তাই এখানে এসে গুড় কিনতে পেরে ভালো লাগছে।

সাংবাদিকতার পাশপাশি অনলাইনের মাধ্যমে খাঁটি খেজুরের গুড় বিক্রি করেন এসএম জামাল। তিনি বলেন, খাঁটি জিনিসের আলাদা স্বাদ এবং বৈচিত্র্য আছে। আর শীতের সময় পিঠাপুলির অন্যতম উৎস খেজুরগুড় যদি খাঁটি হয় তাহলে তো আর কথায় নেই। তিনি বলেণ, কুষ্টিয়া শহরে আমার বেশ পরিচিতি।নকলের ভীড়ে আসল জিনিসই যখন অধরা থাকে। ঠিক সেসময় সংবাদের সুত্র ধরেই এই খাঁটি জিনিস প্রাপ্তির খোঁজে আমি ছুটে বেড়াই।শহরের মানুষের মধ্যে খাঁটি জিনিস পাওয়ার আকাঙ্খা অনেক। আমি সেগুলো মাত্র সংগ্রহ করে দিয়ে থাকি।সিজিনাল ফল থেকে শুরু করে এসব খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করে মানুষের দ্বারপ্রাপন্তে পৌঁছে দিতে আমি নিরলসভাবে কাজ করি। তবে এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কুষ্টিয়া শহরের হোম ডেলিভারী ছাড়াও ঢাকা ও চিটিগাং এই খেজুরের ঝোলাগুড় (লিকুইড) এবং পাঠালী গুড় পাঠানো হয়ে থাকে।

স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষক আলী হায়দার আলী জানান, খেজুরের বহুল ব্যবহার নিয়ে বর্ণনার শেষ নেই। রস দিয়ে নানা রকম পিঠা, পায়েস, গুড়, কুটির শিল্প, আয় ও কর্মসংস্থান হয়। সার্বিক বিবেচনায় খেজুর সমধিক গুরুত্ববহ একটি প্রজাতি।

কুষ্টিয়ার পরিবেশবীদ গৌতম কুমার বলেন, খেজুর পরিবেশবান্ধব, স্থানসাশ্রয়ী একটি বৃক্ষ প্রজাতি। এ প্রজাতি দুর্যোগ প্রতিরোধী বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। খেজুর রস ও গুড় বিক্রি করে খামারির আর্থিক লাভ ও স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশ সুপ্রাচীন। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মৌসুমি কর্মসংস্থানে খেজুর গাছের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্রই খেজুর রস, খেজুর গুড় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাঙালি সাংস্কৃতিতে রসঘন আমেজ লক্ষ করা যায়।বাংলাদেশের মাটি ও কোমল প্রকৃতি খেজুর গাছ বেড়ে ওঠার জন্য বেশ উপযোগী। রাস্তা, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেতের আইল এবং আবাদি জমিতে এ বৃক্ষ বেশ ভালো জন্মে।